জরাসন্ধঃ বরণীয় এবং স্মরণীয়

ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা

যে কোনো অগ্রসর দেশে সমাজের অনিবার্য দুটি স্রোতোধারা তার প্রগতির নিয়ামক --একটি তার বিজ্ঞান প্রযুক্তির, অন্যটি তাঁর সাহিত্য দর্শনের মান পরিমাণ। একটি তার কর্মকান্ডের বিকশিত রূপ অন্যটি তার মন মননের বহতাধারা। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কদাচিৎঘটেছে যে কোনো জাতি বা মহাদেশের ক্ষেত্রে এ দুটির যুগপৎ অনন্যতা ঘটেছে। কিন্তু সেই যুগ্ম অনন্যতা ঘটেনি বলে গৌরবের হানি ঘটেনি কোনো জাতির জীবনে। এমন অনেক দেশ আছে যেখানে পেয়েছি উন্নত সাহিত্য, অন্যত্র পেয়েছি উন্নত বিজ্ঞান। দুয়ের কাছেই সভ্যতা অধমর্ণ।

বিজ্ঞানের কারবার যদি মস্তিষ্ক নিয়ে, সাহিত্যের গঙ্গোত্রী--হৃদয়। সেই গঙ্গোত্রীর উৎসধারারই 'চেতনার রঙে পান্না সবুজ হয়ে ওঠে, চুনী রাঙা হয়ে ওঠে,' হৃদয়ে হৃদয়ে সাহিত্যতত্ত্ব স্থাপন হয়। কি ছু ধরা কিছু অধরা। কিছু প্রাপ্তি কিছু অপ্রাপ্তির মধ্যে দিয়ে যে সাহিত্যের জগৎ গড়ে ওঠে--তার সীমানা নিয়ে, সংজ্ঞা নিয়ে, মাত্রাজ্ঞান নিয়ে বিতর্ক চিরকালের। খন্ডক ালের সঙ্গে সাহিত্যের একটি গ্রন্থিবন্ধন যেমন অনস্বীকার্য, তেমনি তার চিরকালীন একটি মূল্য তাও তর্কাতীত।

তাই সাহিত্যে নান্দনিকতা, বিনোদন ধর্মিতা, সত্য শিব সুন্দর, আর্ট কতোটা থাকবে, কতোটা লীলতা অশ্লীলতার তুলাদন্ড থ াকবে, কতোটা সে রাজনীতি নির্ভর হবে, সাহিত্যে নীতি বা মোরেল কতটা থাকবে-- এসব প্রশ্ন নিয়ে পন্ডিতদের বিতর্ক হে াক্। সাহিত্যে সাধারণ পাঠক যারা তাদের কাছে দুটি প্রশ্ন বড়ো--একটি হল রসবোধের প্রশ্ন, অপরটি হল মূল্যবোধের প্রশ্ন। ঐ রসবোধ মূল্যবোধের প্রশ্নেই আজকের বহুল প্রচারিত 'অপসংস্কৃতি' কথাটি যাচাই করা যায়। অপসংস্কৃতি কথাটি যদিচ লঘুত া এবং যৌনতার প্রশ্নেই প্রায়শঃ উচচারিত এবং ব্যাখ্যাত--বস্তুতঃ অপসংস্কৃতি তাইই যা কিছুই প্রগতির পথে আমাদের পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে দেয়। সামনে এগিয়ে দেয় না, মূল্যবোধ রসবোধে কোন নতুন মাত্রা যোজনা করে না।

সাহিত্যে পাঠকের কাছে রসবোধ মূল্যবোধের মত, সাহিত্যিক যাঁরা তাদের কাছে বড়ো প্রশ্ন যেটি সেটি প্রথম হল -- 'আমি এসেছিলাম, আমি দেখেছিলাম, আমি ভেবেছিলাম' এটিকে কালের পাথরে উৎকীর্ণ করে যাওয়া, অন্যটি পাঠকেরদের দ াবী মিটিয়ে তাদের কাছে আবেগ বোধ মননশীলতার একটি সার্থক ও সুষ্ঠু কমিউনিকেশান। এই কমিউনিকেশানে যিনি যতে া সফল তিনি ততো সার্থক সাহিত্যিক, জনপ্রিয় সাহিত্যিক।

সাহিত্যিককে কালোত্তীর্ণ হতে গেলে তাই সাহিত্যিকই হতে হয়, রিপোর্টার নয়। তার কাহিনীকার হলেই হয় না, তার নীতিবাগীশ হলেই হয় না, তাকে রাজনৈতিক শ্লোগানের ধবজাধারী হয়েও নয়--তাকে তার সাহিত্যকর্মে যুক্ত করে দিতে হয় একটি গভীর মনন, গভীর মমতা, খন্ডকাল ছাপিয়ে চিরকালীন এমন কিছু--যার আবেদন 'বাক্য'কে 'কাব্য করে তোলে। 'ব াক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।' এইখানেই সাহিত্যিককে পাশ করতে হয় দুটি পরীক্ষা, রসবোধের এবং মুল্যবোধের পরীক্ষা। এর জন্যেই সাহিত্যিককে বেছে নিতে হয় নতুন বিষয়, নতুন পরীক্ষা করতে হয় বক্তব্যের প্রকরণে, নির্মিতিতে, শৈলীতে, উপস্থ াপনে।

বাংলা সাহিত্যের মান পরিমাণ, অভিনবত্ব পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের সাহিত্যকর্মের সঙ্গে গর্বের এবং গৌরবের সঙ্গে তুলনা করা চলে।সে গর্ব বিষয় বস্তুর বহুল বৈচিত্র এবং একই কালে গভীর অন্তরধর্মিতায়। যে গর্ব স্বাদুতায় এবং একই ক ালে পুষ্টিকরতায়। সাহিত্য মনের খাদ্য। সে সাহিত্য যখন নতুন নতুন পদ রচনা করে তখন স্বাদুতা সার্থকভাবে যুক্ত হলে ত

া একটি নতুন আস্বাদনের জগৎ তৈরী করে দেয়।
বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ হয়তো প্রত্যাশারও অতিরিক্ত ছিলেন, একটি অর্ধশতক শতকের বিচারে হয়তো যথেষ্টই ছিলেন তবু বাংলা সাহিত্য রবীন্দ্রনাথেই থেমে যায়নি। রবীন্দ্রনাথ নিজেও অনুভব করেছিলেন--তাঁর সাহিত্যকর্ম 'হয় নাই সে সর্বত্রগামী' আহ্বান করেছিলেন নতুন ভাবনার নতুন স্রষ্টাদের। রবীন্দ্রউত্তর সাহিত্যে অজস্র চিন্তাভাবনা পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে, হবে। এগুলি নিঃসন্দেহে আমাদের সিসৃক্ষু মননশীলতার নিদর্শন। এর সবটাই হয়তো আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেনি-- পৃথিবীর কোনো সাহিত্যেই তা কখনো ঘটেনা। তবু শরৎচন্দ্রের দানের কথা কখনোই স্বীকৃতিতেই মাত্র শেষ করা যায় মা। এছাড়া পরবর্তীকালে দিক্‌চিহ্ রচনা করে এসেছেন এক একজন সাহিত্যিক যাঁদের মৌল সৃষ্টি, চিন্তার গভীরতা গভীর সততা মমতা আন্তরিকতা 'বঙ্গ ভারতীর তন্ত্রীতে নতুন নতুন তন্ত্র' -- যোজনা করেছে। এমনি এসেছিলেন বিভূতিভূষণ তাঁর প্রকৃতি ঈশ্বর মানুষ কেন্দ্রিক সৃষ্টি নিয়ে, তারাশঙ্কর এসেছিলেন ক্ষয়িষ্ণু ফিউডাল যুগের প্রেক্ষাপটে গ্রামবাংলা নগরজীবনের বৈপরীত্যের বিরাট ক্যানভাস নিয়ে, বনফুল শৈলজানন্দ সতীনাথ অদ্বৈত মল্লবর্মন এঁরাও এসেছিলেন নিজস্ব পটভূমিতে অনন্য প্রকাশদক্ষতা নিয়ে। কিন্তু এঁরা ছিলেন ধ্রুপদী কালের, প্রথম কালের, প্রথম পর্বে।
সাহিত্যে রিয়ালিজমের প্রশ্ন, তর্ক, অনেক কালের। সাহিত্যের রিয়ালিজমে রিয়াল যে সব মানুষ আমাদের আশেপাশে জীবনের শরিক-- তারা অনেকেই সাহিত্যে অবাধ ছাড়পত্র পায়নি, অনেককাল, সার্থকভাবে। বিচ্ছিন্নভাবে কেউ কেউ চেষ্টা অবশ্যই করেছেন। সাহিত্যে--শরৎচন্দ্রে সাহিত্যের মধ্যেও যাঁরা এসেছেন তাঁরা সাহিত্যের উপযোগী হয়ে এসেছেন। অন্নদাদি, অভয়া, বিপ্রদাস, জেঠাইমা, বলতে গেলে বেশীর ভাগ চরিত্রই, এঁরা যেন 'হলে ভাল হত' এমন সব চরিত্র, ঈষৎ সম্ভ্রমে কিছু দূরপৃত্ত। কিংবা তাঁর কাল থেকে, পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থা থেকে, আমরা সরে এসেছি বলেই দূরপৃত্ততা। অবশ্য শরৎচন্দ্রেরই ভাষায় 'নিছক ফটোগ্রাফ্, সাহিত্য নয়। তাতে রঙ চড়াতে হয়। উত্তর স্বাধীনতাকালে বাংলা সাহিত্যে চেতনার মূলে নাড়া দেওয়া অনেক ঘটনা ঘটেছিল। দেশভাগ, স্বাধীনতা, দাংগা, দুর্ভিক্ষ, মহাযুদ্ধ, অর্থনীতির ওলোট পালোট, যৌনবোধের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে, যৌথ পরিবারের ভাঙন, রাজনীতির ও হিংস্রতার অনুপ্রবেশ,মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং কখনো কখনো অবলুপ্তিও। এই পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যের স্রোতোধারা মূলপথ থেকে, নানা আবর্তে নানা স্রেতোধারায় কখনো কখনো গড়ে তুলেছিল নতুন নতুন বদ্বীপ। এইসব দ্বীপগুলি ছিল, অনেকগুলিই সমাজসচেতনতায় সংপৃত্ত, নতুন মূল্যবোধহীনতার কালে মুল্যবোধের প্রশ্নে আত্মদীর্ণ ক্ষতবিক্ষত।
মূল যে বিভত্ত ধারাটি নজরে পড়ে এইকালে যেটি হল 'বেলে লেটার্স' বা রম্যরচনা নানা খন্ডকাহিনীরপ্রথিত রূপ। যদিও শ্রীকান্তে এর সূচনা, এর অনুবর্তী কালের সার্থক রূপায়ন যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত', শংকরের 'কত অজানারে, জরাসন্ধের 'লৌহকপাট'। এগুলির কোনোটিই উপন্যাস নয়, নানা টুকরো কাহিনীর গ্রন্থিবন্ধন। এর মধ্যে 'কত অজানারে' যেমন উন্মেচিত করেছিল দৃষ্টি অগোচর আইনের জগতের নানা উথাল পাথাল জগৎ, 'লৌহকপাট' উন্মোচন করেছিল এক সত্যিই 'লৌহকপাট' যা এতকাল আড়াল ছিল আমাদের দৃষ্টিতে। এই কপাটের ওপারে যে জগৎ, অপরাধীদের যে জগৎ, -- নেই অনাবিষ্কৃত জগৎ, তার 'অপরাধী', 'দাগী আসামী' এই প্রচলিত মূল্যবোধের বিপরীতে যে মূল্যবোধ, তাতে আমাদের বলতে বাধ্য করল-- ''ওরাও মানুষ''।
এই 'লৌহকপাট আমাদের মুখোমুখি করল, খেলো মমতাবোধের পাশকাটানো দায় এড়ানো মনোবৃত্তির থেকে, সেই প্রশ্ন ঃ 'মানুষ কেন অপরাধ করে?' -- অভাবে, স্বভাবে, নাচার হয়ে নাকি মনস্তাত্বিক গহন কোনো জটিলতার উৎস থেকে? অপরাধের বিচার যারা করে--তারা কতোটা সঠিক? বংকিমের সেই ধ্রুপদী উক্তি ঃ 'আইন তামাসা মাত্র এ মন্তব্য কি বদলেছে বা বদলাবার কোন কারণ ঘটেছে? প্রচলিত সমাজবিন্যাস বা সমাজনীতি ওইসব অপরাধীদের ভবিষ্যৎ সুষ্ঠু সামাজিক পুনর্বাসনের প্রশ্নে নীরব কেন?
আমাদের মুখোমুখি হতেই হলো সেই সব বক্তব্যে--বাইবেলীয় বক্তব্য ঃ Hate the sin, not the Sinner.
বা ঃ Every sage has his past and every sinner a future.
যাদের আমরা খুনী আসামী বলি-- তার থেকে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় খাদ্যে ওষুধে বেবীফুডে ভেজালদারেরা, গণিকালয় ও শিশু পাচারকারী দলের লগ্নীকারেরা অজস্র দুনীর্তির পৃষ্ঠপোষকরা, তারা সবাই সামাজিক দিক দিয়ে প্রতিষ্ঠিত, যশোবান, অর্থবান-- তারা আলাদা কেন? এইসব প্রশ্ন আমাদের শান্তি বিঘ্নিত করে, আত্মতৃপ্তির স্বর্গ ভেঙেচুরে দেয়।

মূল্যবোধগুলি তাদের প্রচলিত আধারে ধৃত ধ্যানধারণাগুলিকে নতুন করে মূল্যায়ন করতে বাধ্য করায়। বদর মুন্সী, কাসেম ফকির, কুট্টি বিবিরা--মধ্যরাতে নীরব পৃথিবীর কাছে জবাব চেয়ে নিষ্পলক চোখে রোজ এসে দাঁড়ায়।

চারটি পর্বের লৌহকপাট অনেক চরিত্র, অনেক সুখ দুঃখ হিংসা প্রেমের কামের টানাপোড়েন। জরাসন্ধ নরম সমতায়, ত াদের নক্‌শা, তাদের চিত্রণ করেন। পূর্বসুরী শরৎচন্দ্রের ভাষা পুনচ্চারিত হয় ঃ 'সংসারে যারা শুধুই দিয়ে গেল, পেলনা কিছুই তাদের বেদনাই আমার মুখ খুলে দিল। তারাই আমায় পাঠাল মানুষের কাছে নালিশ জানাতে।'

অপরাধী জগৎ, শাসন ব্যবস্থা, দন্ডদানের যান্ত্রিকতা, নিষ্ঠুরতা এবং নিরপরাধীর শাস্তি আমাদের একেবারে অজ্ঞাত ছিল না নয়, এসবই শুনতাম কিন্তু এমন করে জানতাম না।

'লৌহকপাটের' পর তামসী। হেনা দন্ডিতা কিন্তু আসামী কতখানি? বিকাশ সুবিমল হেনা ত্রিভুজে, হেনা একটি উজ্জ্বল অনন্য সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে।

'ন্যায়দন্ডে' মায়া, বিচারপতি সান্ন্যাল এবং শশাংককে ঘিরে যে জীবননাট্য সেখানে নিঃসন্দেহে শশাংক চরিত্রকে ঘিরেই লেখকের মমতা, তাকে অসামান্য মহিমায় ও মূল্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে বাংলা সাহিত্যে।

'পাড়ি' উপন্যাসের তারা ঘনশ্যামের যে অপরাধী জীবনের পরিণতি তা বেদনার্ত করলেও একটি মহৎ প্রেমের এমন পরিণতি আমাদের কোথাও অলক্ষ্যে একটি তৃপ্তির সঞ্চারও করে। অচলায়তন সমাজে অসম শ্রেণীবিন্যাসের পরিণতি-- আজকের নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে নতুন সমাজ গঠনের ভাবনাকেও উদ্দীপ্ত করে।

'নমিতা' উপন্যাসে, শংকর-নমিতা-মনীষার যে ত্রিভুজ এবং মনীষার আত্মহননে যার পরিণতি, তা আমাদের বেদনায় স্তব্ধ করে দেয়। তবু মানবিক মূল্যবোধগুলি আমাদের নতুন করে উদ্দীপ্ত হয়, এ উপন্যাস পাঠ করে।

'আশ্রয়' উপন্যাসে শুভেন্দুর মর্মান্তিক পরিণতি এবং শেষ আশ্রয় আবার যখন জেলখানার লৌহকপাটের আড়ালেই হয়, তখন উপন্যাসের অদ্যোপান্ত অতিনাটকীয়তা ছাপিয়ে তা আমাদের মুখোমুখি করে হতভাগ্য শুভেন্দুর মত কিশোরদের জীবন যারা অভিভাবকের সাহচর্যহীন জীবনের শু থেকে শেষপর্যন্ত অতৃপ্ত আকাংখায় আশ্রয় খোঁজে মানুষের মমতায় স্নেহে-প্রেমে অথচ তা পায়না।

জরাসন্ধের অন্যান্য সাহিত্যকর্মের মধ্যে ছায়াতীর, পরশমণি, মহাত্বতার ডায়েরি, বন্যা, মানসকন্যা, দেহশিল্পী, উত্তরাধিক ার, নিঃসঙ্গ পথিক সবই তাঁর মানবতাবোধের মূল্যবোধের মহৎ দিকটিকে নানা রসে, নানা রঙে, হৃদয়বত্তায়, সমাজ সচেতনতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

তাঁর উপন্যাসের নাট্যরূপ 'মল্লিকা' দীর্ঘকাল মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত। তাঁর বহু উপন্যাস--ভারতীয় নানা ভাষায় স াহিত্যে, ছায়াচিত্রে, বেতার নাটিকায় জনপ্রিয়তায় স্ব-প্রতিষ্ঠিত।

নানাভাষায় তাঁর সাহিত্য অনুদিত, নানা পুরস্কারও তিনি পেয়েছেন তাঁর সাহিত্যকৃতির স্বীকৃ তিতে, কিন্তু সাহিত্যিকের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ যে পুরস্কার জনচিত্তের সাদর আতিথ্য সেইই তাঁর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

রবীন্দ্রনাথ যতোই বলুন, 'কবিকে খুঁজোনা তাহার জীবন ছবিতে'--কবি সাহিত্যিক শিল্পী যাঁরা, তাঁদের একটি ব্যক্তিগত জীবন থাকেই এবং তার সম্বন্ধে কৌতুহলও জনমানসে কম নয়। এই যে জীবনচর্যা এটি সাহিত্যিকের সাহিত্যকীর্তি ছাপিয়ে উঠে সসম্ভ্রম প্রীতির একটি বরমাল্য রচনা করে যা অর্জন সহজসাধ্য নয়। একথাটি অরো সত্য আজকের কালে যখন অনেক বরণীয় সাহিত্যিক--জনজীবন থেকে একটি সযত্ন গন্ডী টেনে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখেন। তাই আজকের অনেক বরেণ্য সাহিত্যিক বরণীয়, কিন্তু স্মরণীয় কিনা তা বোধহয় প্রাতীত নয়।

জরাসন্ধ সেই অগ্নি পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ। লেখায় তিনি যতো অসামান্য, জনলগ্নতাতেও তেমনি তিনি সহজ, সদালাপী, হ দয়বান, নিরহংকার। যাঁরা তাঁর ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তাঁরা তাঁর সেই প্রীতিস্নিগ্ধ স্মরণধন্য পরিচয়ে লাভবান। ত ার আংশিক শরিক, আমার মতো অভাজনও। যে সব প্রসঙ্গ ব্যক্তিগত বলেই জনবিবৃতিতে তাঁর সম্বন্ধে আমার কুণ্ঠা। তবু ম ানুষ জরাসন্ধ, শ্রদ্ধেয় চাচন্দ্র চত্রবর্তী, আমার কাছে অনেক শ্রদ্ধেয়, (এমন কি লেখক জরাসন্ধের থেকেও আমার শ্রদ্ধার প্রণাম--দুই জরাসন্ধকেই, এই শতবর্ষের স্মরণীয় লগ্নে।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com